Acc. No. 144 **Shelf No.** A 1 4 L 4

Title
SubTitle Śrī Guru Tattva

Role ✓ Author | Editor | Comment. | Transl. | Compiler |

Bhaktivilasa

Edition

Publisher The Author

Place Mayapur **Year** 1926 **Ind.Yr.**

Lang. Bengali **Script** Bengali

Subject

P.T.O. ➡

Digitized at BRCindia.com

Acc No 144

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব

শ্রীভক্তিবিলাস

Digitized at BRCindia.com

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরো জয়তি

শ্রীশ্রীগুরু-তত্ত্ব

(দ্বিতীয় ভাগ—গুরুপ্রণালী)

শ্রীললিতলাল ভক্তিবিলাস
কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবন-রক্ষক
শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ বি, এল্,
কর্ত্তৃক সংশোধিত।

ভিক্ষা তিন আনা

Digitized at BRCindia.com

(পোঃ বামনপুকুর (নদীয়া))

শ্রীমায়াপুর "শ্রীবাস-অঙ্গন" হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯২৬

কলিকাতা

২৪৩।২ অপার সারকুলার রোডস্থ গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী (বিদ্যাভূষণ, বি, এ)

কর্ত্তৃক মুদ্রিত

Digitized at BRCindia.com

ভূমিকা

১। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি রসের প্রেমভক্তি জগতে অজ্ঞাত ছিল। জগতের সমস্ত জীব জড়রসেই উন্মত্ত। এই জড়জগৎটী চিজ্জগতের ছায়া (জলচন্দ্রের ন্যায়)। এইজন্য চিজ্জগতের সমস্ত রস জড়জগতে আছে; কিন্তু ছায়াতে বস্তুর শুদ্ধভাব থাকে না, এইজন্যই জড়-রস অনিত্য এবং হেয়, ইহা কেহই জানিত না। কৃষ্ণ স্বয়ং ঐ চারি রসের প্রেমভক্তি জগজ্জনে আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং সাঙ্গোপাঙ্গ এবং পার্ষদ দ্বারা আস্বাদন করিয়া জীবকে ভজন শিক্ষা দিয়াছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন।

২। শুদ্ধভক্তিই প্রেমরূপ প্রয়োজন পাইবার একমাত্র উপায়। শুদ্ধকৃষ্ণতত্ত্বই শুদ্ধজীবের উপাস্য এবং শুদ্ধজীবই কৃষ্ণভজনের যোগ্য—এইটী যে পর্য্যন্ত জানা না যায়, ততক্ষণ শুদ্ধভজন হয় না।

জ্ঞানমিশ্রভাব, কর্ম্মমিশ্রভাব এবং ভুক্তি-মুক্তি-দূষিত ভাবই ভজন সম্বন্ধে চিত্তমল।

স্বরূপ-অপ্রাপ্তি, অসৎতৃষ্ণা, হৃদ্দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ এই চারিটী অনর্থ। এই চিত্তমল ও অনর্থ দূর না হইলে ভজন শুদ্ধ হয় না। এই সকল তত্ত্ব যাঁহার নিকট শিখিয়াছি, সেই শ্রীপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জয়যুক্ত হউন।

৩। যিনি আমার প্রবন্ধসকল সংশোধন করিয়া দেন, সেই শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর জয়যুক্ত হউন।

Digitized at BRCindia.com

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাবলী :—

		মূল্য
১।	শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা	।৵০
২।	ভোগমালা ও গৌরগণোদ্দেশ	৵০
৩।	তারকব্রহ্ম নাম	৵০
৪।	গুরুতত্ত্ব	৵০
৫।	গৌরগোবিন্দার্চ্চনপদ্ধতি	।৵০
৬।	শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্মরণমঙ্গল স্তোত্র	।০
৭।	যোগতত্ত্ব (ইহাতে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ ও ভক্তিযোগ বিষয়ক বিশেষ বিবরণ আছে)	।১০
৮।	শ্রীনামতত্ত্ব	৵০
৯।	জীবতত্ত্ব	৵০
১০।	জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম	৵০
১১।	গুরুতত্ত্ব (দ্বিতীয়ভাগ) গুরুপ্রণালী	।১০

Digitized at BRCindia.com

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ বিজয়তেতমাম্।

শ্রীগুরু-তত্ত্ব।

আমাদের মনটী জমির মত; জমিতে যেমন চাষের পর উত্তম উত্তম বীজ বপন করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়, পতিত রাখিলে উহাতে কণ্টকারী, কানুকাঁটা প্রভৃতি আগাছা আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া ঐ জমিকে দূষিত করে, তদ্রূপ যদি আমরা মনে মনে সর্ব্বদা সদালোচনা করি তবে মন পবিত্র থাকে; নতুবা গ্রাম্য চিন্তা আসিয়া মনকে দূষিত করে; এইজন্য আমি গৌরলীলা এবং গৌরভক্তগণের লীলা মধ্যে মধ্যে চিন্তা করি।

যখন সনাতন গোস্বামী প্রভু কাশীধামে ছিলেন, তখন প্রকাশানন্দ-সরস্বতী মহাপ্রভুর বড় নিন্দা করিতেন; এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াই তাঁহার বড় ভক্ত হইলেন এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। যেখানে সেখানে অশ্রুপূর্ণলোচনে এবং গদগদ বাক্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যশঃকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন; একদিন প্রকাশানন্দের নিকট শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন যে, চৈতন্যকে আমি জানি, সে লোক-প্রতারক এবং মূর্খ সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্তপাঠ ও শ্রবণ করা; তাহা না করিয়া মূর্খ লোকের সঙ্গে হাসিয়া কাঁদিয়া ভাবকালি করিয়া বেড়ায়; বিচার করিতে জানে না বলিয়া আমাদের

Digitized at BRCindia.com

কাছে আসিতে ভয় করে; কাশীপুরে তাহার ভাবকালি বিকাইবে না। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দুঃখিত এবং মর্ম্মাহত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, যদি ইহাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর একবার মিলন করাইতে পারি, তাহা হইলে ইহারা আর প্রভুর নিন্দা করিবে না। ইহা চিন্তা করিয়া তপন মিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, প্রভো! একদিন আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপর-দিন সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করতঃ এক বিরাট্ সভার আয়োজন করিলেন। সেই সভায় সমস্ত সন্ন্যাসীর সমাবেশ হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সভায় যখন গমন করিতেছিলেন, তখন সন্ন্যাসিগণ দূর হইতে দেখিলেন, কৌপীন-পরিহিত, রক্তবর্ণ-বহির্ব্বাস-শোভিত সুবর্ণবর্ণ প্রকাণ্ডদেহ এক সন্ন্যাসী করে মন্ত্রজপ করিতেছেন। তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, শরীর পুলকিত ও সমস্ত অঙ্গ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল ও তাহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল।

সুন্দর বস্তু দেখিলেই সকলের মনে আনন্দ হয়; সন্ন্যাসিগণ অত্যন্ত আদরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যে বসাইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

১। আপনি কাশীপুরে অনেক দিন আছেন, আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?

Digitized at BRCindia.com

২। আপনি বেদান্তপাঠ ও শ্রবণ না করিয়া ভাবুকদের সহিত নাচিয়া গাহিয়া ভাবকালি করিয়া বেড়ান কেন ?

৩। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্ত পাঠ ও শ্রবণ, তাহা করেন না কেন ?

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ১ম প্রশ্নের কোন উত্তরই দিলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, শ্রীপাদ! আমি হেসে, নেচে, কেঁদে বেড়াই কেন, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ আমি গুরুর নিকট বলিলাম, হে গোঁসাই! আমাকে কিছু জ্ঞান শিক্ষা দেন; আমি ভবসংসারে হাবুডুবু খাইতেছি! কি প্রকারে এই ভবসংসার পার হইব, সেই বিষয়ে কিছু উপদেশ দেন।

তদুত্তরে শ্রীপাদ গুরুদেব বলিলেন, ভক্তি ব্যতীত কেবল-জ্ঞানে ভবসংসার পার হওয়া যায় না।

অতএব তোমাকে একটী উত্তম বস্তু দিতেছি বলিয়া এই নিম্নের শ্লোকটী আমায় বলিলেন; "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই বলিয়া হরিনাম মহামন্ত্র আমাকে প্রদান করিলেন।

যথা,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে"

এবং আজ্ঞা দিলেন এই মন্ত্র তোমার সামর্থ্য অনুসারে জপ এবং কীর্ত্তন কর। এই আজ্ঞানুসারে, জপ এবং কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে আমার মন ভ্রান্ত ও উন্মত্তের মত হইল। কারণ, আমি হাসিতে, কাঁদিতে এবং নাচিতে লাগিলাম, এইরূপ দশা হওয়ায় চিন্তিত হইয়া পুনর্ব্বার গুরুদেবের

Digitized at BRCindia.com

নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলাম, গোঁসাই! আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, আমি পাগল হইয়া পড়িলাম। কারণ এই মন্ত্র জপ করিতে-করিতে আমি হাসি, কাঁদি এবং নৃত্য করি। এই কথা শুনিয়া শ্রীপাদ গুরুদেব বলিলেন, তুমি মহাভাগ্যবান্, তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে; মন্ত্রপ্রভাবে মনের অনুরাগ হইলে বাহ্যাপেক্ষা থাকে না এবং সে হাসে, কাঁদে ও নৃত্য করে, এই বলিয়া একটী শ্লোক বলিলেন।

যথা;—(শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায় ৩৮শ শ্লোক)

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগোদ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

তার পরে শ্রীপাদ গুরুদেব আমাকে আজ্ঞা দিলেন এই নাম জপ ও কীর্ত্তন কর এবং সকল লোককে প্রদান কর, গুরু-আজ্ঞায় নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমে আমাকে হাসায়, কাঁদায় এবং নাচায়। আমি স্ব ইচ্ছায় হাসি কাঁদি বা নাচি না; এই সকল কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন, আপনি বড় ভাগ্যবান্; যেহেতু আপনি কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছেন; ইহাতে সুখী হইলাম।

আপনি বেদান্ত পাঠ ও শ্রবণ করেন না কেন, তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হন তাহা হইলে বলিতে পারি।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, আপনার কথায় অসন্তুষ্ট হব না, আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিতে আরম্ভ করিলেন

Digitized at BRCindia.com

যে, বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবাক্য ; ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ নাই ; ব্যাসদেব ইহার প্রকৃত অর্থ সূত্রে লিখিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাহা হইতে নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা সেই নির্ব্বিশেষবাদ শুনেন এবং বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হয়। শঙ্করাচার্য্যের ঐ রূপ ব্যাখ্যা করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ সেই সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবল হইয়া হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া বেদান্তসূত্রের কল্পিত অর্থ করিয়া মায়াবাদ স্থাপনপূর্ব্বক বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করতঃ এদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া দেশের মহোপকার করেন ; তিনি অবতীর্ণ না হইলে হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইত। এই বলিয়া মায়াবাদের অনেক দোষ দেখাইলেন। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি বলিলেন।

১। প্রণব মহাবাক্য ; প্রণবের অর্থ—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।

২। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

হে শ্বেতকেতো ! তুমি তৎ-জাতীয় অর্থাৎ ব্রহ্মজাতীয় বস্তু ; প্রভেদ এই যে, পরমব্রহ্ম চিন্ময় সূর্য্যস্বরূপ ; জীব তাহার কিরণ-কণমাত্র।

৩। পরমেশ্বর নির্ব্বিশেষ নয় ; চিন্ময়স্বরূপ শক্তিসম্পন্ন, সচ্চিদানন্দবিগ্রহবিশেষ।

৪। ব্রহ্ম, জীব ও জড়জগদ্রূপে পরিণত হয় নাই কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি পরিণত হইয়া ধাম, জীব ও জগৎ হইয়াছে।

এই তত্ত্ব চারিটি এরূপ স্পষ্টভাবে বুঝাইলেন যে, সন্ন্যাসিগণ

Digitized at BRCindia.com

আর কোনরূপ তর্কাদি করিতে সাহস করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যে করিয়া সকলে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বারাণসীতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়" বলিয়া কোলাহল হইতে লাগিল।

আর একদিন প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, মনুষ্যের বুদ্ধিবলে ঈশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না; ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণকে যাহা বলিয়াছেন কিম্বা ভক্তগণকে যাহা প্রেরণা করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস ভিন্ন জীবের উদ্ধার হইবার অন্য কোন উপায় নাই। ভগবান্ আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্ররোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রেরণা করিয়াছিলেন; তাহা বুঝিতে দেবতাগণ অসমর্থ; ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোক দ্বারা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বলিয়াছিলেন।

যথা;—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য—

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যান অনুরূপ।
ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারি বেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লয়ে ব্যাস করিল সঞ্চয়॥

Digitized at BRCindia.com

যেই সূত্রে যেইঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেইঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোকে উপনিষৎ কহে একমত॥
ভাগবতের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥

তু। জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যম্ যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

ভাগবত ২ স্কন্ধ—৩০ শ্লোক।

এই শ্লোকটীতে চারিটী তত্ত্ব আছে :—

প্রথম জ্ঞান—অর্থাৎ চিৎ, জীব এবং মায়ার সম্বন্ধ-জ্ঞান।

দ্বিতীয়—বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎ-শক্তি-পরিণত সকল তত্ত্বই ভিন্ন ও পৃথগ্‌রূপে সত্য এরূপ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

তৃতীয়—রহস্য অর্থাৎ প্রেমভক্তি ; যেমন তেজ সকল বস্তুতেই আছে, ঘর্ষণের দ্বারা প্রকাশ পায়, তেমনি প্রেমভক্তি সকল মনুষ্যের আছে, সাধনাদি দ্বারা প্রকাশ পায়।

চতুর্থ—তদঙ্গ অর্থাৎ যখন সাধনভক্তি দ্বারা প্রেম উদিত হয়, তখন আমার চরণসেবার অধিকার হয়।

যথা ;—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥

Digitized at BRCindia.com

এই তিন অর্থ কহিনু তোমারে।
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥
যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥

(ভাঃ ২ স্কন্ধ ৯ অঃ)

এই শ্লোকে চারিটী তত্ত্ব আছে :—

১। আমার স্বরূপ। ২। আমার ভাব। ৩। আমার গুণ। ৪। আমার কর্ম্ম।

১। আমার স্বরূপ—আমি সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব, জীবকে আমার স্বরূপে গঠন করিয়াছি এজন্য জীবও সচ্চিদানন্দময় তত্ত্ব ; প্রভেদ এই, আমি সচ্চিদানন্দময় চিৎসূর্য্যের স্বরূপ ; জীব সেই চিৎসূর্য্যের কিরণকণমাত্র। (চিদ্ জাতি-অর্থে এক, বৃহত্ত্বে ও অণুত্বে ভেদ)

২। আমার ভাব—নিত্যধাম চিজ্জগতে আমি অবস্থিতি করি ; আমি একমাত্র সেব্য এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ভক্তগণ আমার সেবক, তাহারা আপন আপন রসে প্রীতি দ্বারা আমাকে সেবা করে। আমি সেইভাবে তাহাদিগকে প্রীতি করিয়া থাকি।

৩। আমার গুণ—আমার গুণ অসংখ্য, তাহার মধ্যে সুখী, ভক্ত-সুহৃদ্, প্রেমবশ্য, সর্ব্বশুভঙ্কর, এই চারিটী প্রধান।

৪। আমার কর্ম্ম—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ভেদে আমার কর্ম্ম অনেক। অসুর সংহার ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়করণ ইত্যাদি আমার ঐশ্বর্য্য-গত কর্ম্ম।

Digitized at BRCindia.com

ভক্তদের সহিত রাগবিলাস অর্থাৎ রাসবিলাস, বস্ত্রহরণ অর্থাৎ আত্মার কপটতারূপ আবরণ দূরীকরণ ইত্যাদি আমার মাধুর্য্য-গত কর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে যথা ;—

যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি।
আমার কৃপায় এসব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাহারে॥

চতুঃশ্লোক

১। অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

২। ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥

৩। এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

৪। যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহং॥

(১ম ও ২য় শ্লোকের পদ্যানুবাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে)

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমিত' হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত' বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেই আমি হইয়ে॥

Digitized at BRCindia.com

প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥
অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥
যে বিগ্রহ নাহি মানে নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে ॥
এই সব শব্দে হয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়াকার্য্য মায়া হইতে আমি ব্যতিরেক ॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥
মায়াতীত হইলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব কহিল শুন আর সব ॥
(প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধতত্ত্ব)

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিবেক এই তিনটী তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে একমাত্র কৃষ্ণ ছিলেন, প্রপঞ্চ, প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি ছিল না; পরে কৃষ্ণ এই সকল প্রকাশ করিয়া বিলাস করিতেছেন। আবার কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে এই সকলকে লয় করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারেন। কৃষ্ণ-শক্তি-পরিণত সকল তত্ত্বই ভিন্ন ও পৃথক্, এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। দ্বিতীয় শ্লোকে মায়ার তত্ত্ব বলিয়াছেন; মায়া হইতে কৃষ্ণ-তত্ত্ব বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট; মায়িক বস্তু মায়া নহে। কেবল নশ্বর প্রতীতিমাত্র। প্রপঞ্চে মায়া দুই প্রকার— ১। যোগমায়া ২। তার ছায়া মহামায়া বা জড়মায়া। যোগমায়া চিচ্ছক্তি

Digitized at BRCindia.com

ইহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মক, ইহার স্বরূপ সিত্য এবং আনন্দময়। জড়মায়া যোগমায়ার ছায়া মাত্র ; কিন্তু ছায়াতে বস্তুর শুদ্ধভাব থাকে না ; সেইজন্য জড়মায়া হেয় অর্থাৎ অসত্য, অনিত্য এবং নিরানন্দ অর্থাৎ সুখদুঃখময়। জড়মায়া ছায়া হইলেও ইহা ত্রিগুণময়ী, দৈবীশক্তি ; ইহাকে অতিক্রম করা বড় কঠিন।

ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিতে না পারিলে ইহাকে অতিক্রম করা যায় না। (গীতা ৫ম অধ্যায়) ব্যাসদেবের সমাধিতেও তাহা লিখিত হইয়াছে যথা—(ভক্তি যোগের দ্বারা মন নির্ম্মল হইলে পূর্ণ পুরুষ ভগবানকে দেখিলেন এবং অপকৃষ্ট ভাবে-আশ্রিত তাঁহার ত্রিগুণময়ী মায়াকেও দেখিলেন, যে মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া জীব পরতত্ত্ব হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া তৎকৃত অনর্থ ভোগ করিতেছে। ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি হইলে সেই অনর্থের উপশম হয়)।

প্রকৃতি পুরুষ এই গুলি অর্থ অর্থাৎ বস্তু বটে এবং আত্ম-তত্ত্ব অর্থাৎ চিৎ-তত্ত্বও বস্তু বটে। কিন্তু মায়িক বস্তু নয়, কেবল মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ; প্রথম আভাস বা প্রতিবিম্ব, দ্বিতীয় তমঃ বা অন্ধকার। জলে চন্দ্র-সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িলে জলের ভিতর চন্দ্রসূর্য্যকে আকাশের চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু বিবেকী ব্যক্তিরা তাহাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না, কেবল ছায়া বা প্রতিবিম্ব মনে করেন। মূল বস্তু না থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব হয় না। তদ্রূপ জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ জানিয়া যখন কৃষ্ণকে প্রীতি করে, তখন তাহার ভয়, শোক, মৃত্যু নাই। কিন্তু যখন মায়াবদ্ধ

Digitized at BRCindia.com

হইয়া তাহা ভুলিয়া জড়দেহ আমি ও জড়সংসার আমার এইরূপ জ্ঞানকে নিত্য মনে করে, তখন তাহার ভয়, শোক, মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত যথা, রজ্জুকে সর্প ভ্রম হইলে ভয় হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যখন জানিতে পারে ইহা সর্প নয়, রজ্জু, তখন আর ভয় থাকে না। তদ্রূপ জীব যখন তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পারে যে, জড়সংসারের সঙ্গে আমার নিত্য সম্বন্ধ নয়; কৃষ্ণের কোন কার্য্য করিবার জন্য এই সংসারে আসিয়াছি এবং যে যে কার্য্য করেন সেই সেই কার্য্যে কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি মনে করেন ও কৃষ্ণ-স্মৃতি লুপ্ত হয় না, তখন সে মায়াতীত হয় এবং তাহার ভয়, শোক, মৃত্যু থাকে না। এইরূপ সংসার করাকে কৃষ্ণের সংসার করা বলে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত যথা,—আলোর বিপরীত অন্ধকার বা ছায়া। আলোটী বস্তু বটে, কিন্তু অন্ধকার বা ছায়া বস্তু নয়; বস্তুর মধ্যে একটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে, সেই বিশেষ ধর্ম্মের দ্বারা সেই বস্তুর প্রতীতি হয়; যথা,—মৃত্তিকা, বালুকা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি জড় বস্তুর স্বরূপ-গত ভেদ আছে, তদ্রূপ চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য বস্তুরও স্বরূপ-গত ভেদ আছে; যথা,—জীবাত্মা চিৎ বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম বটে, কিন্তু পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্, পরব্রহ্ম চিৎসূর্য্য স্বরূপ, জীব সেই সূর্য্যের কিরণ-কণা মাত্র। চিত্তত্বে এক, বৃহত্বে বা অণুত্বে ভেদ, পরব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। জীব অসংখ্য, প্রত্যেকের স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পার্থক্য আছে, এইরূপ জ্ঞানকে বিবেক বলা যায়, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান বলা যায়। ইহা না মানিয়া যাহারা বিপরীত-

Digitized at BRCindia.com

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মনে করে এবং যতদিন না মুক্তি হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে, মুক্তি হইলে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া যায়, তখন জীবের সত্ত্বা, ভাব ও আনন্দ থাকে না, এইরূপ জ্ঞানকে মায়াবাদ বলে, ইহাতে চিদানন্দ-জীবকে এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানজালে জড়ীভূত করে যে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না।

৩য় শ্লোকের পদ্যানুবাদ।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে)

অভিধেয় সাধন-ভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশকালদশায় ব্যাপ্তি যার॥
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার।
সাধন-ভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশকালদশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥

তাৎপর্য্য—জীব স্বভাবতঃ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের সাম্মুখ্য পরিত্যাগ করায় কৃষ্ণের নিকট অপরাধী হয়। অতএব কৃষ্ণের দাসী মায়া তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য সংসাররূপ কারাগারে প্রেরণ করে এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ দ্বারা বন্ধন করে। স্থূল লিঙ্গশরীরের ভিতর পূরিয়া নানা যোনি ভ্রমণ করায় ও স্বর্গ, নরক, সুখ, দুঃখ দিয়া থাকে, জীব যখন এক স্থূল দেহ ত্যাগ করে, তখন আত্মা লিঙ্গদেহ সহিত আর এক স্থূল দেহ লাভ করে; লিঙ্গদেহটী জীবের সহচর বলিয়া নূতন দেহ প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল এবং যেরূপে

Digitized at BRCindia.com

জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, সেই সেই জ্ঞানের ও কর্ম্মের একটা সংস্কার থাকে; সেই জন্য দেখা যায় যে, কেহ প্রথম হইতে ধার্ম্মিক ও কেহ প্রথম হইতে অধার্ম্মিক হয়। প্রথম হইতে কাহারও বুদ্ধি স্থূল ও কাহারও বুদ্ধি সূক্ষ্ম হয়। প্রথম হইতে কাহারও স্মরণশক্তি দুর্ব্বল ও কাহারও খুব প্রবল হয়, কাহারও অঙ্কে প্রবেশ-শক্তি বেশী হয় ও কাহারও সাহিত্যে প্রবেশ-শক্তি বেশী হয়, কেহ মূর্খ হইয়াও প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, আবার কেহ পণ্ডিত হইয়াও ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না। ভারতের ঋষিরা অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-অনুসারে মনুষ্যের স্বভাব হয় বলিয়া, সেই স্বভাবকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বেদ, পুরাণ ও মহাভারতে যে চারিজাতীয় স্বভাবের লক্ষণ আছে তাহাই লিখিতেছি। যথা,—গীতায় ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান আস্তিক্য অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস। ২। ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ—তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, নৈপুণ্য, যুদ্ধে অপলায়ন, দানশীলতা, প্রজাপালন-ক্ষমতা। ৩। বৈশ্যের লক্ষণ—কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। ৪। শূদ্রের লক্ষণ যথা—পরিচর্য্যা করা। ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন, অধ্যপনা আর দেবপূজা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; রাজারা, ধনীলোকেরা এবং বৈশ্যগণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। ২। ক্ষত্রিয় প্রজা-পালন ও প্রজাদিগের নিকট কর লইয়া জীবন ধারণ করিত। ৩। বৈশ্যেরা বাণিজ্যাদির দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিত। ৪। শূদ্রেরা এই তিন জাতির পরিচর্য্যা করিয়া যাহা বেতন পাইত,

Digitized at BRCindia.com

তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। আশ্রম চারিটী—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ,, সন্ন্যাস। বর্ণ ও আশ্রম মতে কর্ম্ম করিলেও ভবসংসার পার হওয়া যায় না, ইহা জানিয়া জ্ঞানবাদীরা ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জ্ঞানের আলোচনা করেন, তাঁহারা সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ করেন, নির্জ্জন বাস, লঘু আহার, শরীর ও বাক্য সংযম, ব্রহ্ম-চিন্তা, বিষয়-রাগ পরিত্যাগ করিয়া জড়াসক্তিশূন্য হন। তখন তাঁহাদের আত্মা প্রসন্ন হন। শোক ও আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে ভক্তি প্রাপ্ত হন। অসৎ সঙ্গ হইলে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া পড়ে। পরব্রহ্মের সহিত আস্বাদন-আস্বাদ্য-ভাব থাকে না। নির্ব্বিশেষ-পরব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করে, ইহাতে চিদানন্দ জীবকে এরূপ মিথ্যা-জ্ঞানে জড়ীভূত করে যে, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। এইরূপ মুক্তিতেও ভবসংসার পার হইয়া বহু দূর উর্দ্ধে উত্থিত হইলেও ভগবৎ-চরণে ভক্তি না থাকায় ভগবৎসেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অধঃপতিত হয়।

চিদানন্দ জীব সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সহবাসে অনন্তকাল থাকিয়া প্রেমানন্দরূপ,মহানন্দ লাভ করে, তখন তাহাকে প্রকৃত মুক্ত বলা যায়। তাহা সাধনভক্তি দ্বারা পাওয়া যায়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের বিষয় অপেক্ষা সাধনভক্তির বিচার পৃথক্। অতএব তাহা এক্ষণে লেখা যাইতেছে, অন্বয় ব্যতিরেক বিচার-ক্রমে ভক্তি সাধন করিলে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম পাওয়া যায়। যাহা শ্রীপাদ ভক্তি-বিনোদ-ঠাকুরের নিকট শিখিয়াছি তাহা এক্ষণে লিখিতেছি। অন্বয়ভাবে জীবের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ

Digitized at BRCindia.com

যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহাদিগকে রস বলে। এই সম্বন্ধের আটটী ক্রিয়া আছে। ইতর তৃষ্ণা ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণে নিষ্ঠা হয় না। ইতর তৃষ্ণার শান্তি হইলে জড়-রস-ভাবনা রহিত হয় এবং চিৎ-রস ভাবনার যোগ্য হয়, কৃষ্ণে নিষ্ঠা হয় ও রতি হয়। ১। এই রতি শান্ত-রসের ক্রিয়া। ২। দাস্য-রসে রতি, প্রেম—এই দুইটী ক্রিয়া আছে। ৩। সখ্য-রসে রতি, প্রেম, প্রণয় আছে, এই রসে বিশ্বাস বলবান; সম্ভ্রম নাই। ৪। বাৎসল্য-রসে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ—এই চারিটী ক্রিয়া আছে। এই রসে সম্ভ্রম নাই। ৫। মধুর-রসে রতি, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ—এই চারিটী ক্রিয়া আছে এবং মান, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব—এই চারিটী একুনে আটটী ক্রিয়া আছে। অতএব মধুর-রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ এই মধুর রসের বশ। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এই মধুর রস পাইবার যোগ্য। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি কামনা ত্যাগ না হইলে মনের শান্তি হয় না। অতএব চিৎ-রস ভাবনার যোগ্য হয় না এবং কৃষ্ণে রতি হয় না। প্রেম প্রণয়াদি দূরের কথা। ভক্তি সাধনের ক্রম যথা—(১) ভক্তিধর্ম্মে দৃঢ় শ্রদ্ধা, (২) সাধুগুরুসঙ্গ ও তাঁহার নিকট শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ। (৩) সাধুরা যেরূপ ভজন সাধন করেন তদ্রূপ ভজন সাধন করা। (৪) ভজন সাধন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি। এই অনর্থ চারিপ্রকার, প্রথম,—নিজের স্বরূপবিষয়ে অনভিজ্ঞতা অর্থাৎ আমি মায়ার দাস নহি, কৃষ্ণের দাস—এইরূপ জ্ঞানের অভাব। দ্বিতীয়,—অসৎ-তৃষ্ণা অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা। তৃতীয়,—হৃদ্দৌর্ব্বল্য অর্থাৎ অসৎ কার্য্য জানিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে অক্ষমতা। চতুর্থ,—অপরাধ (এই অনর্থনিবৃত্তির উপদেশ

Digitized at BRCindia.com

গীতায় ১৩।১৪।১৫।১৬ এই চারি অধ্যায়ে আছে)। পঞ্চম,—নিষ্ঠা (অনর্থনিবৃত্তি না হইলে কৃষ্ণে নিষ্ঠা হয় না)। ষষ্ঠ,—রুচি, কৃষ্ণে রুচি হইলে ইতর-বিষয়ে রাগ থাকে না। সপ্তম কৃষ্ণে আসক্তি। অষ্টম,—ভাব। এই ভাব যদি স্থায়িরূপে হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ৯টী অনুভাব হয়। যথা—(১) ক্ষান্তি, অর্থাৎ ক্ষোভের বিষয় থাকিলেও মন ক্ষুভিত হয় না। (২) অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত সময় যাপন করে না। (৩) বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। (৪) মানশূন্যতা অর্থাৎ বহু সম্মান থাকিলেও আপনাকে অমানী মনে করা। (৫) আশাবন্ধ অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা করা। (৬) সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য লালসা। (৭) নাম-গানে সদা রুচি। (৮) কৃষ্ণগুণ গানে আসক্তি। (৯) কৃষ্ণলীলাস্থানে বসতি করিতে প্রীতি। যদি এই অনুভাবগুলি প্রকৃতরূপ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ভাব শুদ্ধরূপে হয় নাই। এই ভাব না হইবার কতক-গুলি প্রতিবন্ধক আছে, তাহা লিখিতেছি—

ভাব উদিত হইবার প্রতিবন্ধকগুলিকে পরিত্যাগ না করিলে ভাবের উদয় হয় না, সেইগুলি পরিত্যাগ করার নাম ব্যতিরেক চিন্তা। নাম-অপরাধ, সেবা-অপরাধ ছাড়া আরও কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। যথা (১) অতত্ত্বজ্ঞ এবং স্বার্থ-পর গুরু, ২। কুতর্ক, ৩। ভারবাহিত্ব, ৪। বালচাপল্য, ৫। কপটতা, ৬। নির্দ্দয়তা, ৭। বহু শাস্ত্র বিচারের দ্বারা মোহ হওয়া, ৮। স্থূল বুদ্ধি, ৯। ইন্দ্রিয়সেবা, ১০। ক্রূরতা,

Digitized at BRCindia.com

১১। সম্প্রদায়বিরোধ, ১২। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয় ইচ্ছা, ১৩। চৌর্য্য ও মিথ্যাভাষণ, ১৪। কর্ম্মফলের ইচ্ছায় অন্য দেবতার অর্চ্চনা করা, ১৫। মাদকদ্রব্য সেবন, ১৬। প্রতিষ্ঠা-পরতা ১৭। কৈবল্যমুক্তিস্পৃহা, ১৮। ভক্তিবিষয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—এই সবগুলি প্রকৃতরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিলে ভাব শুদ্ধ হয়। শুদ্ধভাবের সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভযুক্তাব হইলে কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি-রস হয়, ইহাই সাধনের চরম সীমা পঞ্চম পুরুষার্থ। (৪) চতুর্থ শ্লোকে প্রেম ভক্তির কথা বলা হইয়াছে ; ইহার অনুবাদ :—

আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন।
কার্য্য দ্বারা কহি তার স্বরূপ লক্ষণ॥
পঞ্চ ভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণের স্ফুরি আমি হৃদয়ে বাহিরে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রেমের উদয় হইলে ভক্তগণ কৃষ্ণকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র দেখিতে পান—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

গুরু-তত্ত্ব ও গুরু-প্রণালী।

সকল মানুষের অর্থ এবং পরমার্থ দুই প্রয়োজন। অতএব উভয় কার্য্যের গুরু চাই। গুরু না হইলে প্রয়োজন লাভ করিতে পারি না।

অর্থ-শাস্ত্রে গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, অর্থ উপার্জ্জন

Digitized at BRCindia.com

করি, সেই অর্থের দ্বারা শরীর এবং পরিবার পোষণ করি এবং যাবতীয় সাংসারিক প্রয়োজন নির্ব্বাহ করি। পরমার্থ-তত্ত্বের ঈশ্বর-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব এবং সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্ব জানিতে হইলে, গুরু চাই। কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের পরম প্রয়োজন। শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণ-তত্ত্ব শুদ্ধজীবের উপাস্য। শুদ্ধ জীবই কৃষ্ণভজনের যোগ্য। অশুদ্ধ জীব অর্থাৎ মায়া-বদ্ধ জীব কৃষ্ণভজন করিতে অযোগ্য। শাস্ত্রে আছে, শাস্ত্রপারদর্শী এবং কৃষ্ণে নিষ্ঠাযুক্ত সাধু-গুরুর নিকট গমন করিবে। সাধু-গুরুরা অগ্নির স্বরূপ, অগ্নিতে যেমন অঙ্গার দিলে লাল হয়, তেমনি সাধু-গুরুর সঙ্গ হওয়ায় মলিন জীবের মলিনতা দূর হয়, এবং শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যে গুরু নিজে মায়াকে জয় করিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার নিজ শিষ্যকে কখনই ভবসংসার পার করাইতে পারেন না। অর্থ, ইন্দ্রিয়সুখ, স্বগোষ্ঠীর প্রতি চেষ্টা—এই সকলের দ্বারায় মায়া-বন্ধন দৃঢ় হয়। ন্যায্য উপায় দ্বারা অর্থ উপায় করিয়া হরিসেবা করিলে দোষ হয় না। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রবিরোধী উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করা বড় দোষ। বহু শিষ্য করিয়া এবং ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা ভক্তিবিরোধী, অতএব বড় দোষ। সাধু-গুরুরা একজন চণ্ডালকে শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা ভাবভক্ত করিতে এবং নীচজাতিত্ব দূর করিতে পারেন। যখন দীক্ষা দ্বারা অচ্যুতগোত্র প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি কৃষ্ণপূজা এবং অন্নাদি নৈবেদ্য অর্পণ করিতে পারেন। হরি-ভক্তিপরায়ণ হইলে তাঁহার নীচত্ব থাকে না।

Digitized at BRCindia.com

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরি-ভক্তি-বিহীনাশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

কিন্তু আজকাল দেখা যায়, অনেক গুরু অর্থলোভে মুচি ও শুঁড়ীকে শিষ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের হাতে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। আজকাল গুরুপ্রণালী বড় নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যেমন চিকিৎসকের পুত্র রোগ আরোগ্য করিতে না পারিলে কেহ তাহার নিকটেই যায় না, তেমনি সাধু-গুরুর পুত্র যিনি সাধু নন্—মায়াবদ্ধ, তিনি কখনই আর একজনকে ভবসংসার পার করাইতে সমর্থ নহেন। অতএব গুরুগ্রহণের পূর্ব্বেই এ বিষয়ে উত্তমরূপে বিবেচনা করিবেন। গুরুগ্রহণ করিলে কি লাভ হয় এবং গুরুগ্রহণ না করিলে বা কি ক্ষতি হয়, এ বিষয়ে বিচার করা আবশ্যক। মুচি এবং শুঁড়ী গুরুগ্রহণের পরও যদি তাহাদের নীচত্ব দূর না হইল, তবে তাহাদের গুরুগ্রহণে কি ফল হইল? যাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা উচ্চারিত হয়, সে চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ—এই শাস্ত্রবাক্যের কি কিছুই মর্য্যাদা নাই? যে গুরু মুচি ও শুঁড়ীকে হরিনাম দিয়া তাঁহার হাতে জল গ্রহণ করেন না, তিনি সাধু-গুরু নন্; শাস্ত্রে আছে, যে গুরু শিষ্যকে সংসার মোচন করিতে পারেন না, তিনি গুরু নন্।

Digitized at BRCindia.com

গুরু-প্রণালী

(প্রমেয়-রত্নাবলী)

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম দেবর্ষি-বাদরায়ণসংজ্ঞকান্ ।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্যজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধুদয়ানিধীন্ ।
শ্রীবিদ্যানিধিরাজেন্দ্রজয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্ ॥
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥

ইতি গুরু-পরম্পরা ॥

(অনুবাদ)

আদিগুরু ভগবান্—	১ শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মা—	২ ব্রহ্মা
ঐ	৩ নারদ
ঐ	৪ ব্যাস
ঐ	৫ মধ্ব
ঐ	৬ পদ্মনাভ

Digitized at BRCindia.com

তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মা—

ঐ	৭	নরহরি
ঐ	৮	মাধব
ঐ	৯	অক্ষোভ্য
ঐ	১০	জয়তীর্থ
ঐ	১১	জ্ঞানসিন্ধু
ঐ	১২	দয়ানিধি
ঐ	১৩	শ্রীবিদ্যানিধি
ঐ	১৪	রাজেন্দ্র
ঐ	১৫	জয়ধর্ম্ম
ঐ	১৬	পুরুষোত্তম
ঐ	১৭	ব্রাহ্মণ্য
ঐ	১৮	ব্যাসতীর্থ
ঐ	১৯	লক্ষ্মীপতি
ঐ	২০	মাধবেন্দ্রপুরী
ঐ	২১	শ্রীঈশ্বরপুরী

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত

ঐ	২২	শ্রীচৈতন্যদেব
ঐ	২৩	গোস্বামিগণ
ঐ	২৪	নরোত্তম
ঐ	২৫	বিশ্বনাথ
ঐ	২৬	বলদেব
ঐ	২৭	জগন্নাথ
ঐ	২৮	ভক্তি-বিনোদ

এই তালিকায় কেবল প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের উল্লেখ হইয়াছে।

Digitized at BRCindia.com

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে সেবাভিক্ষা

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা।

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
মোর আজ্ঞায় গুরু হয়ে তার' নিজ দেশ॥

'শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় আমরা ভেট না লইয়া ভিক্ষাদ্বারা প্রভুর সেবা করি।

(১) যিনি এক আনা ভিক্ষা দেন তাঁহাকে একখানি উপদেশ-পত্র দিই
(২) ,, দুই ,, ,, ,, দুই খানি ,, ,,
(৩) ,, চারি ,, ,, ,, এক খানি পুস্তক দিই।

আট আনা দিলে তাঁর নামে একদিন সেবা করি এবং এক খানি ভজনের বই দিই।

যিনি একমাস সেবা দেন, তিনি একজন অংশীদার। তাঁহাকে দশ খান বই দেওয়া যায় এবং প্রসাদ পাইতে পারেন।

নিত্যানন্দের উপদেশ

অপরাধশূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥

এই উপদেশে চারিটী তত্ত্ব আছে। (১) অপরাধশূন্য হয়ে কৃষ্ণ নাম লওয়া। (২) সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত নাম করা।

Digitized at BRCindia.com

সম্বন্ধ না জানিলে প্রেম হয় না : (৩) মায়ার সংসার না করিয়া কৃষ্ণের সংসার করা। কৃষ্ণকে একমাত্র কর্ত্তা জানিয়া সংসারের সকলেই কৃষ্ণকে প্রীতি করিলে এবং কৃষ্ণের প্রিয় কার্য্য করিলে কৃষ্ণের সংসার করা হয়। কৃষ্ণের সংসারীদের কর্ত্তব্য যথা—

গৃহস্থং পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুন্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

যাঁহারা মায়ার সংসার করেন, তাঁহারা আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রিয় কার্য্য না করিয়া নিজের ভোগবুদ্ধিতে কার্য্য করেন। কৃষ্ণের অপ্রিয় কার্য্যের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্বগোষ্ঠী পোষণ করেন, অর্থাৎ বহু শিষ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, শ্রীমূর্ত্তির ভেট লইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, এব অরসিকদের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। ৪। এইরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিলে জীবে দয়া এবং প্রভুর আজ্ঞা পালন করা হয় না। অনেক গুরু আছেন, নিজ শিষ্যকে আমিষ ভোজন করিতে নিষেধ করেন না। তাঁহারা মায়াবাদী গুরু। কারণ, আমিষ ভক্ষণ করিলে জীবহিংসা করিতে হয়, তাহাতে জীবে দয়া হয় না।

শ্রীধামমায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গন সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা

সন ১৩১৯ সালে মাঘ মাসে তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া পতিত শ্রীবাসঅঙ্গন দেখিলাম। শ্রীবাসঅঙ্গনটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয় স্থান। বৃন্দাবনে রাসস্থলী শ্রীকৃষ্ণের যেমন বিহারের

Digitized at BRCindia.com

স্থান, মায়াপুরে শ্রীবাসঅঙ্গন তেমনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিলাসের স্থান। এই স্থানটী দেখিবামাত্র আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, শ্রীবাসঅঙ্গনটী লোকের অপব্যবহারের স্থান হইয়া রহিয়াছে। ইহা কি প্রকারে উদ্ধার হইবে, সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। নবদ্বীপে সকলই আমার অপরিচিত। বর্দ্ধমান জেলার লোক হইয়া এই স্থানটী কি প্রকারে উদ্ধার করিতে পারিব ভাবিয়া হতাশ হইতে লাগিলাম। শ্রীপাদ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরকে একখানি পত্র লিখিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণা হইয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র আসিয়া মহাপ্রভুর ভজন কর। তাহা হইলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; এবং আরও দুই চারি ঘটনায় প্রবোধ পাইয়া ১৩২০ সালের মাঘ মাসে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের নিকট অবস্থান করিয়া ভজন করিতে লাগিলাম।

প্রার্থনা তিনটী

(১) শ্রীবাসঅঙ্গন-উদ্ধার (২) শ্রীগৌরকুণ্ড-খনন (৩) শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা। কৃপাময় গৌরসুন্দর আমার প্রার্থনা শুনিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণ করিতে লাগিলেন, যথা—শ্রীবাস-অঙ্গনে ১৩২১ সালে মাঘী পূর্ণিমার দিনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সন ১৩২৪ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভগবান্ আবেশ মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। তার পূর্ব্বরাত্রে ১১টার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীতে প্রায় ৬০।৭০জন ভক্ত প্রসাদ পাইতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই শুনিলেন।

Digitized at BRCindia.com

আচমন করিয়া যখন দেখিতে আসিলেন, তখন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সন ১৩২৫ সালে ফাল্গুন মাসে শ্রীগৌরকুণ্ড খনন হইল। ১৩২৬ সালে দোলপূর্ণিমার পূর্ব্ব হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে, এখনও দোল-পূর্ণিমার নয় দিন পূর্ব্বে পরিক্রমা আরম্ভ হয় এবং নয়টী দ্বীপে নয় দিন পরিক্রমা হয়। প্রত্যেক দ্বীপে নৃত্য, কীর্ত্তন, ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ, বক্তৃতা এবং সগোষ্ঠীসহিত প্রসাদ ভোজন হয়। প্রায় হাজারের অধিক লোক প্রসাদ পাইয়া থাকে। এই কার্য্যটী ভিক্ষাদ্বারা সম্পাদিত হয়। শ্রীপাদ পরমহংস ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর এবং আরও কতিপয় ভক্তবৃন্দ এইকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং ক্রমেই উন্নত হইতেছেন।

সন ১৩২১ সাল হইতে আরম্ভ হইয়া সন ১৩৩২ সাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাসঅঙ্গনে যে যে কার্য্য হইয়াছে লিখিতেছি। যথা—

দুইটী মন্দির, তিনটী প্রাচীর, একটী আটচালা এবং একটী কাঁচা রান্না ঘর, একটী পাতকূয়া এবং ফুলফলের বাগান হইয়াছে। একটী পাকা ভাণ্ডারগৃহ ও একটী পাকা ভোগ-মন্দির করিতে হইবে। তজ্জন্য যথাসময়ে ভক্তগণের নিকট ভিক্ষার জন্য আবেদন করিব। আমার বয়স ৮১ একাশী বৎসর হইল। অতএব দুই তিন বৎসর মধ্যেই এই কার্য্য করিতে হইবে। কারণ আমি অক্ষম হইয়াছি এবং দেহও বেশী দিন থাকিবে না। ইতি।

Digitized at BRCindia.com